বুযুর্গদরে

গীবতরে প্রতি ঘৃণা

27-July-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার মরহুম প্রতিবেশীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَافَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো: আমি কঠিন ভয়ঙ্কর অবস্থায় পতিত হলাম, মুনকার নাকীরে প্রশ্নের উত্তরও আমি দিতে পারছিলাম না, আমি মনে মনে ভাবলাম সম্ভবত আমার মৃত্যু ঈমান সহকারে হয়নি। এমন সময় আওয়াজ আসলো: দুনিয়ায় অযথা মুখের ব্যবহারের জন্য তোমাকে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এবার আযাবের ফিরিশতা আমার দিকে অগ্রসর হলো। এমনি সময় এক ব্যক্তি যিনি সৌন্দর্য্যতার প্রতীক ও সুগন্ধিময় ছিলেন, তিনি আমার এবং আযাবের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে গেলেন। আর তিনি আমাকে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর মনে করিয়ে দিলেন আর আমি সেই ভাবেই উত্তর দিয়ে দিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আযাব আমার থেকে দূরে সরে গেলো। আমি সেই বুযুর্গকে আরয করলাম: **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার প্রতি দয়া করুন, আপনি কে? বললেন: তোমার অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে আমি সৃষ্টি হয়েছি এবং প্রত্যেক বিপদের সময় তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে।" **(আল কওলুল বদী, ২৬০ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

আ-পকা নামে নামি এ্যয় সাল্লে আ'লা,
হার জাগা হার মুসিবত মে কাম আ-গেয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নিজের ইবাদতের জন্য দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। এখন মানুষের উচিৎ, বেশি বেশি নেক কাজ করা এবং নিজেকে সকল প্রকার গুনাহ থেকে বিরত রাখা। বিশেষ করে জিহ্বার মাধ্যমে হওয়া গুনাহ থেকে। কেননা, এই

www.dawateislami.net

গুনাহ আমাদের সমাজে এমনভাবে প্রসার হয়ে গেছে যে, অনেক লোক এটাকে গুনাহ বলেও মনে করে না। এর মধ্যে একটি হচ্ছে "গীবত", যা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی গীবতকে খুবই অপছন্দ করতেন, তাঁরা নিজেকে গীবত থেকে এমনভাবে দূরে রাখতেন যে, যেখানে কোন মুসলমানের গীবত হতো, সেখানে বসাকেও পছন্দ করতেন না। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি চিন্তাযুক্ত কাহিনী শ্রবণ করি:

দাওয়াতে গীবতের কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কোন এক জায়গায় খাবারের দাওয়াতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, লোকেরা পরস্পর বলছিলো যে, অমুক তো এখনো এলো না। এক ব্যক্তি বললো: সেই মোটকো তো খুবই অলস। এতে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ নিজেকে নিন্দা করে বললেন: আফসোস! আমার পেটের কারণেই আমার উপর এই আপদ এসে পড়েছে যে, আমি এমন এক আসরে পৌঁছে গেছি, যেখানে মুসলমানের গীবত করা হচ্ছে। একথা বলে তিনি সেখান থেকে ফিরে গেলেন এবং (এই অনুশোচনায়) তিনদিন পর্যন্ত খাবার খাননি। (তাম্বিহুল গাফিলিন, ৮৯ পৃষ্ঠা)

এমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা হাযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মায়মুন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ নিজে কারো গীবত করতে না এবং তাঁর সামনে কাউকে গীবত করতেও দিতেন না বরং যদি কেউ গীবত করার চেষ্টা করতো, তবে তাকে বারন করে দিতেন। যদি সে বিরত থাকতো তবে তো ঠিক, নয়তো তিনি সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১২৭, নম্বর: ৩৪১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দারা মুসলমানদের সম্মানহানী একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। আর এমন বৈঠক ও দাওয়াতকে বর্জন করতেন, যেখানে মুসলমানের গীবত করা হতো। আমরা কি কখনোও কোন গীবতে পূর্ণ দাওয়াত থেকে "ওয়াক আউট" (বয়কট) করেছি? হ্যাঁ, তবে সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়ার পূর্বে নিজের কথার প্রভাব দেখতে হবে,

www.dawateislami.net

অর্থাৎ যদি এই বিষয়ে প্রবল ধারণা হয় যে, বুঝালে গীবতকারী তাওবা করে নেবে, তবে তাকে গীবত থেকে বিরত রাখা আমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি এরূপ অবস্থা না হয়, তবে যেভাবে সম্ভব হয় গীবত শুনা থেকে বাঁচতে হবে, আর যদি ফিতনা ফ্যাসাদের আশংখ্যা থাকে তবে সেখান থেকে উঠে চলে যাবেন। তবে বুঝানো এবং উঠে চলে যাওয়া ব্যক্তির এতটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যা দ্বারা সে এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, আসলেই এখানে গুনাহপূর্ণ গীবত হচ্ছে। এই কাহিনী দ্বারা এটাও জানতে পারলাম যে, কারো অবর্তমানে "মোটা" এবং "অলস" বলাও গীবতের অন্তর্ভূক্ত। মোটা এবং অলস দু'টি আলাদা শব্দ অর্থাৎ যদি কোন নাদুস-নুদুস ব্যক্তির অবর্তমানে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে মোটা বলে, তবে তা গীবত। এমনিভাবে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কারো অবর্তমানে তাকে *অলস *দূর্বল *অক্ষম *কাজ চোর *অপদার্থ *অকর্মা *অসভ্য *অজ্ঞ *অশিক্ষিত *নির্বোধ *বোকা *হাবা-গোবা *অপরিনত *পাগলা *বাউলা *দেরিতে বুঝে *মোটা বুদ্ধি সম্পন্ন ইত্যাদি বলাও গীবত।

মেরে সর পে ইসইয়াঁ কা বা-র আহ মওলা! বাড়া জাতা হে দম বদম ইয়া ইলাহী!
যমীঁ বোঝ সে মেরে পিটতি নেহী হে, ইয়ে তেরা হি তো হে করম ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং অজ্ঞতার কারণে গীবত থেকে বেঁচে থাকাতো দূরের কথা, আজকে আমাদের অধিকাংশেরই এর সংজ্ঞাও জানা নেই, আসুন! গীবতের সংজ্ঞা জেনে নিই। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: ওলামায়ে কিরামগণ বলেন: **"মানুষের এমন কোন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যা তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তাকে গীবত বলে।"** এবার সেই দোষ-ত্রুটি হোক তার দ্বীন, দুনিয়া, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, চাকর-বাকর, পাগড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ, পাগড়ী, চাল-চলন, হাসি-ঠাট্টা, উম্মাদনা, কষ্ট, আনন্দ ইত্যাদি যে কোন বিষয়েই হোক না কেন, যা তার সাথে সম্পর্কীত। শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে গীবত করা যেমন: অন্ধ, পঙ্গু, কুঁজো, টাকলা, লম্বা, কালো ইত্যাদি বলা।

www.dawateislami.net

ধর্মীয় বিষয়ে গীবতের উদাহরণ: ফাসেক, চোর, আত্মসাৎকারী, অত্যাচারী, নামাযে অলসতাকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ইত্যাদি বলা।

(আয যাওয়াজির আনিক তিরাফিল কাবাঈর, ২/২৪)

জানা গেলো, মানুষের এমন কোন দোষ-ত্রুটির আলোচনা করা, যা তার মধ্যে বিদ্যমান আর তা তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা করাকে গীবত বলে। আর যদি সেই দোষ-ত্রুটি তার মাঝে না থাকে, তবে তা হচ্ছে অপবাদ, যা গীবত থেকেও মারাত্মক গুনাহ। যেমনিভাবে- **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জানো গীবত কি? আরয করা হলো: **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই উত্তম জানেন। ইরশাদ করলেন: (গীবত হলো;) তোমরা নিজের ভাই সম্পর্কে এমনভাবে আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। আরয করা হলো: যদি সেই বিষয়টি তার মাঝে বিদ্যমান থাকে তবে? ইরশাদ করলেন: যে বিষয়টি তোমরা বলছো, যদি তা তার মাঝে বিদ্যমান থাকে তবে তুমি তার গীবত করেছো। আর যদি তা তার মাঝে না থাকে তবে তুমি তাকে অপবাদ দিয়েছো।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদব, বাবু তাহরীমিল গীবত, ১০৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৮৯)

মনে রাখবেন! গীবত করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কোরআনে করীমে একে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার মতো ঘোষণা করা হয়েছে, যেমনটি ২৬ পারার সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে **খোদায়ে রহমানের** শিক্ষনীয় ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ

(পারা: ৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর একে অপরের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এ কথা পছন্দ করবে যে, সে আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? বস্তুতঃ এটা তোমাদের নিকট পছন্দীয় হবে না।

এই আয়াতে করীমার অধীনে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: মুসলমান ভাইয়ের গীবত করাও সহ্য না হওয়া উচিৎ কেননা তার অনুপস্থিতিতে মন্দ বলা, তার মৃত্যুর পর তার মাংস খাওয়ার সমতুল্য। কারণ যেমনিভাবে কারো শরীরের মাংস কাঁটাতে তার কষ্ট হয়, এমনিভাবে তাকে মন্দ বলাতে (অপমান) তার মানসিক কষ্ট হয় এবং আসলে সম্মান মাংসের চেয়েও বেশি প্রিয় হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

"তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে" এর শানে নুযুল (অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট) এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

হুযুর নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন জিহাদের জন্য যাত্রা করতেন, তখন একজন গরীব মুসলমানকে দু'জন ধনী ব্যক্তির সাথে দিতেন। যাতে ঐ গরীব তাদের সেবা করে, আর তারাও তাঁর পানাহারের ব্যবস্থা করে। এভাবে প্রত্যেকের কাজ চলতো, একই নিয়মে হযরত সায়্যিদুনা সালমান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে দু'জন লোকের সাথী করা হলো। একদিন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, খাবার প্রস্তুত করতে পারেননি, তখন তারা তাঁকে খাবার চেয়ে আনার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রেরন করলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রান্না ঘরের খাদেম ছিলেন হযরত উসামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, তার নিকট কিছুই ছিলো না, তিনি বললেন: "আমার নিকট কিছুই নেই।" হযরত সায়্যিদুনা সালমান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এসে এটাই বললেন, তখন তাঁর ঐ দু'জন সাথী বললো: "উসামা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) কার্পণ্য করেছেন।" যখন তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাদের মুখে মাংসের রং দেখতে পাচ্ছি।" তারা আরয করলো: "আমরা তো কোন মাংস আহার করিনি।" **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমরা গীবত করেছো, আর যে মুসলমানের গীবত করেছে, সে মুসলমানের মাংস খেয়েছে।" **(খাযাইনুল ইরফান, পারা ২৬, সূরা: হুজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কোরআন ও হাদীসে গীবতকারীকে নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার মতো নিকৃষ্ট কাজ বলে ঘোষনা করা হয়েছে। কিন্তু এরপরও দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকাল মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বউ-শাশুড়ী, জামাই-শাশুড়, ননদ-ভাবি বরং পরিবার-পরিজন, শিক্ষক-ছাত্র, মালিক-চাকর, ব্যবসায়ী-গ্রাহক, অফিসার-মজদুর, ধনী-দরিদ্র, শাসক-জনগণ, দুনিয়াদার-দ্বীনদার, বৃদ্ধ হোক বা যুবক মোটকথা দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রত্যেকটি স্তরের সাথে সম্পৃক্ত মাসলমানদের অধিকাংশই গীবতের ভয়ঙ্কর আপদে জর্জরিত। আফসোস! শতকোটি আফসোস!! অহেতুক বকবক করার অভ্যাসের কারণে আজকাল আমাদের কোন মসলিশ (সমাবেশ) সাধারণত গীবত থেকে রেহাই পায় না। আপাতঃ দৃষ্টিতে পরহেযগার মনে হওয়া অনেক লোকও বিনা দ্বিধায় গীবত করে,

www.dawateislami.net

শুনে, হাসে এবং এর সমর্থনে মাথা নাড়তে দেখা যায়। যেহেতু গীবত অনেক বেশি প্রসার লাভ করেছে, সেই জন্য সাধারণত কারো সেই দিকে লক্ষ্যও নেই যে, গীবতকারী নেক পরহেযগার নয় বরং ফাসিক ও গুনাহগার এবং জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হয়ে থাকে।

আসুন! এবার এরূপ এমন কিছু বাক্য শ্রবণ করি, যা আমাদের সমাজে সাধারণত বলা হয়ে থাকে কিন্তু শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে বলার কারণে এই বাক্যগুলো গীবত, অপবাদ, কুধারণা বা চুগলখোরির মতো গুনাহের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। যেমন: *দুনিয়াদার *স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে *ঋণ খেলাফি *চোর *আত্মসাৎকারী *অসৎ *ঘাপলাবাজ *টাকা খেয়ে নেয় *কড়া মেজাজের *কঠোর হৃদয় *অবিশ্বস্থ *এর তো ফ্রি মাল, নির্দয় ওয়ালা হিসাব *উপকার করে দেখিয়ে দেয় *অকৃতজ্ঞ *ছলনাকারী *বাউলা *পাগলা *জ্ঞানহীন *তার জ্ঞান ঘাস খেতে গেছে *তার মাথা ভুষি ভর্তি *সন্দেহপ্রবণ *কুমন্ত্রণা প্রদানকারী *ডিউটি পুরো করে না *হারামের সম্পদ খায় *অহংকারী *দাম্ভিক *তার জ্ঞান সর্বদা আসমানে থাকে *লোভী *হিংসুক *কৃপণ *কিপটে মাছি চুষে খায় *কাউকে উন্নতি করতে দেয় না *নিজের নেতৃত্ব দেখায় *নিজের কৃতিত্ব বলে বেড়ায় *টালবাহানাকারী *গোঁয়াড় যেদিকে টাকা দেখে সেদিকেই চেপে বসে *গরীবদের ঘাসও দেয় না *চাটুকার *প্রত্যেক বিষয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয় *খুবই নির্লজ্জ, আজ আবারো নামাযে তার মোবাইল বাজছিলো *নিজেকে খুবই জ্ঞানী মনে করে *অমুকের মাইন্ড ইসলামিক নয় *আমাদের মসজিদের ইমামের কথাই বা কি বলবো, তিনি তো বেতন ভুগি মওলানা *আমাদের মুয়াজ্জিন (বা অমুক) ধনীদের থেকে ধান্ধা করতে থাকে *সে বেআমল *দ্বীনি জ্ঞান থেকে অনেক দূরে *সে নামাযও পড়তে জানে না *তার চেয়ে তো অমুক আরো বেশি আমলদার *দুনিয়াকে উপদেশ দেয় আর পরিবারকে ছেড়ে দিয়েছে, তাইতো তার মেয়ে বা বোন বা স্ত্রী পর্দাহীন ভাবে ঘুরাঘুরি করে *তার চেয়ে তো আরো ভাল পড়ে আছে *শুধু "আমি আমি" করে *নিজে ধোয়া তুলসি পাতা সেজে যায় *নিজের প্রশংসা শুনতে খুবই আগ্রহী *নিজের নামের জন্য পড়ে আছে *নামের জন্যই করে *নিজের বাহবা চায় *চাটুকারীতা পছন্দ করে *অনেক বেড়ে গেছে *আগে আগে বসার বড়ই সখ *তার ভিডিওতে আসার খুবই সখ *চুগলখোর

www.dawateislami.net

*জাহান্নামী *কুজন্মা *ধোকাবাজ *ওয়াদা খেলাফী *সে গীবত করে *অপবাদ দেয় *কুধারণা করে *মিথ্যা বলে *অন্যায় কাজ করে *লম্পট *জুয়াড়ী *মদ্যপায়ী *নেশাখোর *গাঁজাখোর *ভাঙ পান করে *হিরোইনচি *আফিম খায় *দূর্নীতিবাজ *আমার পিতা হালাল হারাম উপার্জনের তোয়াক্কা করে না *বড় ভাই বেনামাযী *বোন বেপর্দা *আমার মা-বাবা পরস্পর ঝগড়া করে *ঘরে কেউ কোরআন পড়ে নাই *ছোট ভাই সিনেমা নাটক দেখে *কথা তো খুবই সাধুর মতো বলে *এক ওয়াক্ত নামাযও পড়ে না *কাল পর্যন্ত তো তার নিকট এক কাপ চা খাওয়ারও টাকা ছিলো না, আজকে তার নিকট দামি গাড়ি, জানি কোত্থেকে এসেছে! *নিশ্চয় মসজিদের (বা মাদরাসার) চাঁদায় ভাগ বসিয়েছে! *ওয়াজে প্রথমে নিজের সাফাই গাইবে তারপরই মূলকথায় আসবে *তিনি তো অন্যান্যদের সময়ও খেয়ে নেন *বড় মাহফিলে (বা ইজতিমায়) তো খুবই চিল্লাচিল্লি করে *যখন নিজের কোন উদ্দেশ্য থাকে তখন সময়ে অসময়ে ফোন করতো *উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে তো এখন কেমন আছি তাও জিজ্ঞাসা করে না *(পুত্র সন্তানকে মা বলে) যখন স্ত্রী ঘরে ছিলো তখন প্রতিদিন ফোন করতো, এখন আমাকে তো খেতেও দেয় না *তার এতো ক্ষমতা কোথায় যে, ফোন করবে, যখনি করেছি আমিই করেছি *(মা বলে) শাশুড় বাড়িতে যদি দু'দিন ফোন না করে তবে অস্তির হয়ে যায় এবং মাস চলে যায় তবুও নিজের ঘরের কোন চিন্তা নেই *(মা-বাব বলে) অন্যকে ফোন করার জন্য তার সময়ও আছে, টাকাও আছে, আমাদের জন্য তার কাছে সময় নাই *বিয়ের পর আমাদেরকে একেবারেই ভূলে গেছে *জেনে শুনেই ফোন করে না *অসাধু উপায়ে বেঁচে আছে *সে অনেক মানুষকে মেরেছে *বদমাশ *সন্ত্রাসী *অত্যাচারী *টাকার পাগল *ফান্ড গরীবদের দেয়ার পরিবর্তে নিজেই মেরে দিয়েছে *ভোট নেয়ার সময় পেছনে পেছনে ঘুরে *এখন আর ফিরে তাকায় না *সরকারী ভান্ডারে আয়েশ করছে *আমরা তাকে ভোট দিয়েছি কিন্তু সে আমাদের জন্য কিছুই করেনি *দেশের শত্রু ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনিভাবে হাজারো বাক্য বিভিন্ন স্তরের এবং বিভাগের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি সাধারণত বলে থাকে বা শুনে সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং এভাবে নিজের আমল নামাকে মুসলমানরা গীবত, অপবাদ, কুৎসা এবং চুগলখোরি দ্বারা পূর্ণ করে।

www.dawateislami.net

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: অনেকে তো খুবই আজব হয়ে থাকে, কথায় কথায় অযথা এভাবে সমর্থন চায় *হ্যাঁ ভাই! কি বুঝলেন? *আমার কথার উদ্দেশ্য বুঝেছেন তো? তবে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের থেকে বা অধিনস্তদের থেকে ওস্তাদ বা বড়দের জিজ্ঞাসা করাও কখনো কখনো উপকার হয়, যেন কারো বুঝে না আসলে তবে তাকে বুঝানো যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে বুঝে না আসা অবস্থায় তাদের উচিৎ যে, মিথ্যা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ না বলা। *কি ভাই! ঠিক বলেছি না? *আমি ভূল তো বলছি না? *আপনার কি মত? এখন কথাটি একেবারে গ্রহণ যোগ্য নয় বা গীবতে পরিপূর্ণ কিন্তু অনেক সময় ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে হ্যাঁ সূচক মাথা ঝাঁকিয়ে মিথ্যা এবং গীবতের সমর্থনের ন্যায় গুনাহে পতিত হতে হয়! এমনি অহেতুক ও বাচাল লোকদের সংশোধনের সাহস না থাকলে তবে তাদের থেকে অনেক দূরে থাকাতেই নিরাপত্তা। কেননা, তাদের গীবত এবং অপবাদ ইত্যাদি গুনাহে ভরা কথায় সমর্থন করাতে না জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়! এমনকি এরূপ বাচাল লোকেরা কখনো তো গোমরাহী কথাবার্তা বরং مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) কুফরি বাক্যেও অভ্যাসগত কারণে সমর্থন অর্জনের জন্য "কি ভাই! ঠিক বলছি না?" বলে অন্যান্যদের থেকে হ্যাঁ সূচক সমর্থন নিয়ে অনেক সময় তাদেরও ঈমান নষ্ট করে দেয়। কেননা, স্বজ্ঞানে কুফরির প্রতি সমর্থন করাও কুফরি।

وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالٰى

মনে রাখবেন! শুধুমাত্র গীবত ও চুগলখোরি করারই নিষেধ নয় বরং গীবত ও চুগলখোর কোন মুসলমানের গীবত ও চুগলখোরি, নিশ্চুপ থাকা, সন্তুষ্ট থাকা এবং আগ্রহ সহকারে শুনতে থাকাও নিষেধ। হাদীসে পাকে রয়েছে: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গান গাওয়া ও গান শুনা থেকে এবং গীবত করা ও গীবত শুনা থেকে আর চুগলখোরি করা ও চুগলখোরি শুনা থেকে নিষেধ করেছেন।

(আল জামেউস সগীর লিস সূয়ুতী, ৫৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯৩৭৮)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: গীবত শ্রবনকারীও গীবতকারীর সাথে এক হয়ে যায়। **(ফয়যুল কদীর, ৩/৬১২, ৩৯৬৯ নং হাদীসের পাদটিকা)**

ইয়া রব! না জরুরত কে সিওয়া কুছ কাভী বোলো
আল্লাহ্ যবাঁ কা হো আতা কুফলে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

“গীবত কি তাবাকারিয়া” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গীবতের ন্যায় হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজের আরো অমঙ্গল, ভয়াবহতা, ধ্বংসযজ্ঞতা ও এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে এবং এ থেকে নিজেকে ও অপরকে বাঁচাতে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত বিশ্বনন্দিত কিতাব **“গীবত কি তাবাকারিয়া”** অধ্যয়ন করুন, এই কিতাবটি অধ্যয়ন করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গীবত, চুগলখোরি, অপবাদ এবং মুসলমানের ছিদ্রান্বেষণ করা থেকে বাঁচতে আমাদের অনেকটা সহজ হবে, এই কিতাবে গীবতের সংজ্ঞা, গীবতের নিষেধাজ্ঞার স্বপক্ষে আয়াতে করীমা ও হাদীসে মোবারাকা এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণী, গীবতকারীদের ভয়ানক আযাবের ঘঠনাবলী, চুগলখোরি ও অহংকার ইত্যাদি গুনাহের আপদ, গীবতের ন্যায় দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা, মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি লুকোনোর ফযীলত, ছিদ্রান্বেষণ করার শাস্তিসমুহ, বিভিন্ন বিষয়ে গীবতের প্রায় ১৮০০ অর্থাৎ এক হাজার আট শতটি উদাহরণ এবং অনেক উপকারী মাদানী ফুল খুবই সহজ এবং প্রভাবময় ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শুধু নিজের দোষ-ত্রুটিগুলোই দেখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গীবত থেকে বাঁচার একটি উত্তম উপায় হলো; যখনি কারো দোষ-ত্রটি বর্ণনা করতে মন চায় তখন নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে মনোযোগ দিয়ে তা দূর করাতে লেগে যাওয়া উচিৎ। কেননা, এটি অনেক বড় সৌভাগ্যজনক বিষয় যে, মানুষ অন্যের দোষ-ত্রুটি ছেড়ে নিজের দোষ-ত্রুটি দূর করাতে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া।

❀ **হুযুর নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার নিজের দোষ-ত্রুটিই অপরের ছিদ্রান্বেষন করা থেকে বিরত রাখে। **(আল ফিরদাউসু বি'মাসুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭৪২)**

❀ ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে তবে **খোদায়ে সাত্তার** عَزَّوَجَلَّ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। **(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গাসাব, ২/১২৬, হাদীস নং-২৪৪২)**

❀ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর বর্ণনা হচ্ছে: যখন তুমি কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার ইচ্ছা করো, তখন নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো স্মরণ করে নাও। **(মওসুআতু লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/৩৫৭, নম্বর-৫৬)**

❀ হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সেই ব্যক্তি কিরূপ আশ্চার্যজনক, যে ব্যক্তি জানে যে, আমার নিকট অমুক দোষ রয়েছে, তারপরও নিজেকে ভাল মানুষ মনে করে আর নিজের মুসলমান ভাইদের শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে মন্দ লোক মনে করে। **(তাম্বিহুল মুগতারিন, ১৯৭ পৃষ্ঠা)**

অউরোঁ কে আইব ছোড় নযর খুবিয়োঁ পে রাখ,
আইবোঁ কি আপনি ভাই মগর খুব রাখ পরখ।

(গীবত কি তাবাকারিয়াঁ, ২৮৪ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামে চিৎকার করতে থাকবে!

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ আপনারা শুনলেন তো! দোষ-ত্রুটি গোপন করার ফযীলত ও গুরুত্বেরও কথা কি আর বলবো, অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা এবং শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে মানুষের সামনে প্রকাশ করে না এমন সৌভাগ্যবানদের দোষ-ত্রুটিও **আল্লাহ্ সাত্তার ও গাফ্ফার** عَزَّوَجَلَّ গোপন করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন! যে বিষয়টি আখিরাতের জন্য যত বেশি গুরুত্ব এবং উপকারী হবে, শয়তান তা থেকে বিরত রাখার তত বেশি চেষ্টা করে থাকে, সুতরাং সে কখনোই চাইবে না যে, মুসলমানরা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষন করা এবং গীবত করা থেকে বিরত থাকে, সম্ভবত এই কারণেই যে, মানুষের অধিকাংশই চুগলখোরি, অপবাদ, কুধারণা, গীবত এবং অপরের দোষ-ত্রুটির চর্চা করাতে ব্যস্ত হয়ে গেছে, কেউ কারো দোষ গোপন করার জন্য প্রস্তুত নয় বরং অনেক সময় তো গর্বের সহকারে অন্যের সামনে বর্ণনা করে

www.dawateislami.net

দেয় এবং যদি কখনো দোষ গোপন করার তৌফিক অর্জিত হয়েই যায় তবে যখনই কোন অসন্তুষ্টি হয়, তখন যতগুলো দোষ গোপন করেছিলো সবকিছুই একেবারে ফাঁস করে দেয়। আহ! আখিরাতের ভয় অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে। মনে রাখবেন! জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করা যাবে না, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বলেন: কতযে স্বাস্থ্যবান শরীর, সুন্দর চেহারা এবং মিষ্ট ভাষা বলার লোক কাল জাহান্নামের বিভিন্ন স্তরে চিৎকার করতে থাকবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

এক নজরে গীবতের ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিরাপত্তা এতেই যে, আজই আমরা আমাদের **রব (আল্লাহ্) তাআলা**র দরবারে সত্য অন্তরে তাওবা এবং ভবিষ্যতে চোগলখোরি ও গীবত ইত্যাদির গুনাহ থেকে বাঁচার পাক্কা নিয়্যত করে নেয়া। নয়তো মনে রাখবেন! গীবতের ধ্বংসযজ্ঞতা খুবই ভয়ানক। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর ৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "গীবত কি তাবাকারিয়া"য় কোরআন ও হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের নির্বাচিত গীবতের ২০টি ধ্বংসযজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। আসুন! শ্রবণ করি এবং গীবত থেকে বাঁচার দৃঢ় নিয়্যত করে নিই: ❁ গীবত ঈমানকে কর্তন করে দেয় ❁ গীবত মন্দ মৃত্যুর কারণ ❁ সর্বদা গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না ❁ গীবতের কারণে নামায-রোযার নূরানীয়্যত চলে যায় ❁ গীবতের কারণে নেকী নষ্ট হয়ে যায় ❁ গীবত নেকীকে জ্বালিয়ে দেয় ❁ গীবতকারী যদি তাওবা করেও নেয় তবে সবশেষেই জান্নাতে যাবে, মোটকথা গীবত কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ ❁ গীবত অপকর্ম (যিনা) থেকেও নিকৃষ্ট ❁ মুসলমানের গীবতকারী সূদ থেকেও বড় গুনাহে গ্রেফতার ❁ গীবতকে যদি সমুদ্রে (Ocean) ঢেলে দেয়া হয় তবে সমুদ্র দূর্গন্ধময় হয়ে যাবে ❁ গীবতকারীকে জাহান্নামে মৃত খেতে হবে ❁ গীবত মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য ❁ গীবতকারী কবরের আযাবে গ্রেফতার হবে! ❁ গীবতকারী তামার নখ দ্বারা নিজের চেহারা এবং বুক বারবার আঁচড়াতে থাকবে ❁ গীবতকারীকে তার পাজরের মাংস কেটে কেটে

www.dawateislami.net

খাওয়ানো হবে ❁ গীবতকারীকে কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠবে ❁ গীবতকারী জাহান্নামের বানর হবে ❁ গীবতকারীকে দোযখে স্বয়ং নিজেরই মাংস খেতে হবে ❁ গীবতকারী জাহান্নামের উত্তপ্ত পানি এবং আগুনের মধ্যখানে মৃত্যু প্রার্থনা করে দৌঁড়াতে থাকবে এবং এর থেকে জাহান্নামীরাও বিরক্ত হবে ❁ গীবতকারী সর্বপ্রথম জাহান্নামে যাবে।

জালা দেয় না নারে জাহান্নাম করম হো,
পা-য়ে বাদশাহে উমাম ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

“মাদানী দাওরা”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দুনিয়ায় মুখের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার আখিরাতের জন্য কিরূপ ক্ষতিকর হতে পারে এবং মুসলমানের গীবত করার কতই না বিপদ। সুতরাং আমাদের উচিৎ, গীবত ইত্যাদি গুনাহের আপদ থেকে নিজেকে বাঁচানোর পাশাপাশি নিজের মাঝে নামায রোযার নিয়মানুবর্তীতা এবং সুন্নাতের উপর আমল করার চেতনা জাগ্রত করার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং **১২**টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো **“মাদানী দাওরা”**, যার মাধ্যমে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে লোকেদের নিকট গিয়ে তাদের নেকীর দাওয়াত দেয়া যায়, নেকীর দাওয়াত দেয়া তো এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বরং স্বয়ং **সায়্যিদুল আম্বিয়া, মাহবুবে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, এই মহান ব্যক্তিত্বরা বিপদাপদ এবং কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু নেকীর আদেশ দেয়া এবং গুনাহ থেকে বারণ করার এই মহান কর্তব্যকে সুন্দর ও সুশৃংখ্যলভাবে সম্পাদন করেন, আমাদেরও আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং **সায়্যিদুল আম্বিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করে প্রতি সপ্তাহে **“মাদানী দাওরা”** করে নেকীর দাওয়াত দিতে থাকা উচিৎ, এটি অনেক ফযীলতপূর্ণ কাজ।

www.dawateislami.net

হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ্**! যারা নিজের ভাইকে ডাকে, তাকে নেকীর আদেশ দেয় এবং গুনাহ থেকে বারণ করে তবে তার প্রতিদান কি? ইরশাদ করলেন: আমি তার প্রত্যেকটি বাক্যের বিপরীতে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, বাবু ফিল আমর ওয়াল মারূফ, ৪৮ পৃষ্ঠা)**

আমাদের উচিৎ, গুনাহ থেকে বিরত থাকতে, নিজে নেকী করতে এবং অপরকেও নেকীর দাওয়াত দেয়ার উৎসাহ জাগ্রত করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া বরং নিজের ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করতে ১০০% ইসলামী চ্যনেল অর্থাৎ মাদানী চ্যানেল (Madani Channel) কেও চালু করা। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মাদানী চ্যানেলের বরকত সমৃদ্ধ গীবত থেকে বাঁচার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

মাদানী চ্যানেলের বরকতে গীবত থেকে বাঁচার প্রেরণা

যমযম নগর, হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, আমি এবং ঘরের অন্যান্য সদস্যরা তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১০০% ইসলামী চ্যানেল অর্থাৎ মাদানী চ্যানেলে **"গীবতের ধ্বংসলীলা"**র বিষয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগের বয়ান শুনি। যাতে তিনি সমাজে প্রচলিত গীবতের শব্দাবলীর দিকে মনোযোগ আকর্ষীত করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই বয়ান শুনে গীবত থেকে বাঁচার অনেক উৎসাহ পেলাম। একবার আমি ঘরে বললাম: "ছোট ভাই অমুক জিনিসটি নিয়ে এখনো ফিরে এলো না, সে অনেক অলস।" তখন আমার সম্মানিতা আম্মাজান সাথেসাথেই আমাকে পাকরাও করলেন যে, এতো তুমি তার গীবত করে বসেছো। কেননা, তাকে তুমি "অনেক অলস" বলে তার মন্দ দিক আলোচনা করেছো! সুতরাং আমি সাথেসাথেই তাওবা ও ক্ষমা চেয়ে নিলাম। এখন ঘরের সদস্যদের এই অবস্থা যে, কথায় কথায় একে অন্যকে মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, এখন যে কথাটা বলেছো বা অমুক শব্দটি গীবত নয় তো?

www.dawateislami.net

গীবত থেকে কিভাবে বিরত থাকা যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গীবতের ধ্বংসলীলা এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের গীবতের প্রতি ঘৃণা সম্পর্কে শুনে নিঃসন্দেহে আমাদেরও হয়তো মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদেরও গীবত থেকে বিরত থাকা উচিৎ কিন্তু প্রশ্ন হলো, গীবত থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচানো যায়? এর জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"গীবত কে তাবাকারিয়া"** এর ২৫৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ভাবে গীবত থেকে বাঁচার ১০টি প্রতিকারের প্রস্তাব করা হয়েছে, আসুন! সংক্ষিপ্তাকারে শ্রবণ করি: ❀ ধর্মীয় ব্যস্ততা ও পার্থিব প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সেরে একাকিত্ব অবলম্বন করুন অথবা শুধুমাত্র এমন ভদ্র ও সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাইদের সঙ্গ অবলম্বন করুন, যাদের কথাবার্তা, খোদাভীতি ও ইশকে রাসুল বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। প্রতি মুহূর্তে বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি এবং আভ্যন্তরিন রোগ সমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি সেগুলোর প্রতিকারেরও ব্যবস্থা করুন। ❀ ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থেকে একেবারে দুরত্ব বজায় রাখুন। কেননা, বর্তমানে পরিবেশ এতোই নষ্ট হয়ে গেছে যে, যখনই দু'জন মিলে তৃতীয় জনের কথা শুরু করে, তখন গীবত, চুগলি, কুধারণা, অপবাদ করা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ❀ গীবতের এ চিকিৎসাটিও খুবই ফলপ্রসূ। আপনি আপনার মানসপটে এ বিষয়টি একেবারে গেঁথে নিন যে, যখনই কেউ আমার গীবত করতে থাকে, তখন আমার মনে কষ্ট অনুভব হয়। অনুরূপভাবে আমি যার গীবত করব তারও কষ্ট লাগবে, সুতরাং যে কাজ আমি নিজের জন্য অপছন্দ করি তা অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য কিভাবে করতে পারি। ❀ কেউ মনে আঘাত দিলো, ফলে মনে ভীষণ ক্রোধের সঞ্চার হলো, ধৈর্য্যের বাঁধও ভেঙ্গে গেলো, এমতাবস্থায় আপনি যদি কারো সামনে আঘাতদানকারীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন, তখন বুঝে নিবেন, জাহান্নামের আগুন একত্রিত হতে যাচ্ছে। গীবত, অপবাদ ইত্যাদির মতো কবিরা গুনাহ, হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ থেকে কেউ তখন আর আপনাকে বিরত রাখতে পারবে না। ❀ যখন কারো পশ্চাতে সমালোচনা করার ইচ্ছা জাগে, তখনই গীবতের কঠিন শাস্তি সমূহের কথা স্মরণ করুন। যেমন- তামার নখ দ্বারা নিজের মুখমন্ডল ও বক্ষের চামড়া আঁচড়াতে থাকা, নিজেরই পার্শ্বের মাংস কেটে কেটে খাওয়ানোর শাস্তি, এছাড়া কল্পনা করুন, গীবত

www.dawateislami.net

করলে কিয়ামতের দিন নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে হবে এবং গীবতকারীকে মুখ গোমড়া করে চিৎকার করতে করতে তা খেতে হবে। এবার চিন্তা করে দেখুন, একটি হালাল পশুর তাজা মাংসও কাঁচা ভক্ষণ করা যায় না, তবে মৃত মানুষের মাংস খাওয়া কিভাবে সম্ভবপর হবে? ❀ আপন নফসের উপর বোঝা চাপিয়ে দিন যেমন সংকল্প করে নিন, যদি আমি কারো গীবত করি, তাহলে পাঁচ টাকা সদ্‌কা করবো, **আল্লাহ্‌**র কসম! পাঁচ টাকা সদকা করা অতি নগন্য। হযরত সায়্যিদুনা ওহাইব বিন ওয়ার্‌দ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্‌**র কসম! আমার নিকট গীবত বর্জন করা স্বর্ণের পাহাড় সদকা করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। (তামবিহুল মুগ্‌তাররিন, পৃষ্ঠা ১৯২) ❀ সবচেয়ে বেশি গীবত মুখ দ্বারা করা হয়, তাই মুখকে সামলে রাখা আবশ্যক। ❀ যখন আপনার মধ্যে কারো গীবত করার ইচ্ছা জাগে, তখন নিজেকে এভাবে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকুন, কিয়ামতের দিন কতই না ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। যদি গীবত করার কারণে নিজের নেকী সমূহ অপরের আমলনামায় চলে যায় এবং তার পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। গীবতের গুনাহের কারণে যদি ফিরিশতারা আমাকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তখন আমার কি অবস্থা হবে! ❀ যখনই আপনার মধ্যে অপরের দোষত্রুটি বর্ণনার ইচ্ছা সৃষ্টি হয়, তখন সাথে সাথে নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করে তা দূর করার চেষ্টা করা চাই। ❀ যে কোন রোগ থেকে বাঁচার প্রেরণা পাওয়ার জন্য এর ধ্বংসাত্মতা সম্পর্কে জানা উপকারী। সুতরাং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম অংশের ১৬৯ থেকে ১৮২ এবং **"ইহইয়াউল উলুম"** ৩য় খন্ডের গীবতের বয়ানটি অবশ্যই পড়ে নিন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"ফয়যানে সুন্নাত"** ২য় খন্ডের অধ্যায় **"গীবত কি তাবাকারিয়া"** সম্পূর্ণ পাঠ করে নেয়ার পরও মাঝে মাঝে পড়তে থাকুন, বিশেষকরে এর দরস ঘরে ঘরে অবশ্যই শুরু করুন। কেননা, আজকাল অধিকাংশ ঘরই "গীবত ঘর" হয়ে আছে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আশ্চার্যজনক ভাবে ঘর দরসের বরকত দৃষ্টি গোচর হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আইটি মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন বিভাগে দ্বীনের খেদমতের কাজ করে যাচ্ছে, এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে **"আইটি মজলিশ"**।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আইটি মজলিশ (**I.T**) এর মূল কাজ হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি (Information Technology) এর মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে মানুষের সংশোধন করা এবং তাদের নিকট সঠিক ইসলামী জ্ঞান পৌঁছানো। এই উদ্দেশ্যে **"আইটি মজলিশ"** কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জগত প্রসিদ্ধ কোরআনের অনুবাদ "কানযুল ঈমান, তাঁর ফতোয়ার সমষ্টি **"ফতোয়ায়ে রযবীয়া"**, অসংখ্য কিতাব অধ্যয়ন এবং বিষয়বস্তু কপি (Copy) করার সুবিধা সমৃদ্ধ **"আল মদীনা লাইব্রেরী"** এবং দুনিয়া জুড়ে নামাযের সঠিক সময় জানার জন্য **"আওকাতে নামায"** (Prayer Time) সফটওয়্যারও উপস্থাপন করেছে। এছাড়াও মোবাইল ফোনে শরয়ী মাসয়ালার সমাধানের জন্য অসংখ্য সত্যায়নকৃত ফতোয়া সম্বলিত **"দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"** কোরআনের তিলাওয়াত করা বা শুনার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য **"কোরআনুল করীম"** ঘরে বসেই তাজবীদ ও কিরা'ত শেখার জন্য এবং উচ্চারণ সঠিক করার জন্য **"মাদানী কায়েদা"**, **আল্লাহ্ তাআলার** ৪০টি নামের ওযীফা সম্বলিত রূহানী, অর্থনৈতিক এবং জীবনোপায়ের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য **"রূহানী চিকিৎসা"**, হজ্জ ও ওমরার বিধানাবলী সহজভাবে বুঝার জন্য এবং তা উত্তম পদ্ধতীতে পালন করার জন্য **"হজ্জ ও ওমরা"**, শরীয়াতে মাসয়ালা মাসায়িল শিখা এবং বুঝার জন্য **"বাহারে শরীয়াত"**, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সারা দিনের ব্যস্ততা নিরীক্ষণ করার জন্য **"মাদানী ইনআমাত** (নেককার হওয়ার উপায়)", ইলমে দ্বীনের মূল্যবান মুক্তো সম্বলিত, অনন্য সাধারণ জ্ঞান এবং চিত্তকর্ষক এ্যপলিকেশন **"যেহেনী আজমাইশ"**, সাংগঠনিক যিম্মাদারদের রোজকার ব্যস্ততা, কার্যবিবরনী নিরীক্ষণ এবং প্রতি মাসে নিয়মিত জমা করানোর সুযোগ সমৃদ্ধ **"কারকারদেগী"**, মাদানী চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরাসরি মোবাইলে দেখার জন্য **"মাদানী চ্যানেল"** এর ন্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, উপকারী এবং আকর্ষনীয় জ্ঞানে ভরপূর মোবাইল এ্যপলিকেশন্স (Mobile Applications) প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন

www.dawateislami.net

করেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **"আইটি মজলিশ"** এর প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার সমূহ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। অনূরূপভাবে এই সকল মোবাইল এ্যপলিকেশন্স (Mobile Applications), প্লে স্টোর (Play Store) থেকেও ইনস্টল (Install)ও করতে পারবেন।

আল্লাহ্‌র দয়া হয় যেন এই ধরাতে, হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সদরুশ শরীয়া'র জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলকদ মাস শুরু হয়ে গেছে, এই সম্মানিত মাসের ২য় রজনীতে দুনিয়ায় সুন্নাতের মহান অগ্রদূত, সুন্নাতের নেতা ও পথপ্রদর্শক, খলীফায়ে আ'লা হযরত, বাহারে শরীয়াতের প্রণেতা সদরুশ শরীয়া, বদরূত তরিকা হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন। সুতরাং ২রা যিলকাদ তাঁর ওরশ মোবারক উদযাপন করা হয়। আসুন! এপ্রসঙ্গে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মোবারক জীবনির কিছু দিক সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণ করি আর এভাবেই **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীর উত্তম আলোচনার বরকত অর্জন করি।

প্রাথমিক অবস্থা

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮২ সালে পশ্চিম ইউপির (ভারত) শহর মদীনাতুল ওলামা গোসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাকিম জামালুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং দাদা খোদা বখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। দাদা খোদা বখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে তিনি ঘরেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর নিজ শহরের নাসিরুল উলুম মাদরাসায় গিয়ে মাওলানা ইলাহী বখশ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কিছুদিন শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর জৌনপুর গিয়ে তাঁর চাচাত ভাই এবং ওস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কিছু সবক পাঠ করেন, অতঃপর ওস্তাযুল ওলামা হযরত আল্লামা

www.dawateislami.net

হিদায়াতুল্লাহ্ খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট ইলমে দ্বীনের উতলানো সূধা পান করলেন এবং এখান থেকেই দরসে নিজামী শেষ করেন। অতঃপর দাওরায়ে হাদীসের ভীত ওস্তাযুল মুহাদ্দীসিন হযরত মাওলানা ওয়াসি আহমেদ মুহাদ্দীসে সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে গ্রহণ করেন। হযরত মুহাদ্দীসে সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের এই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রের উন্নত মেধার বিষয়ে বলেন: "আমার কাছে যদি কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে তবে সে হলো আমজাদ আলী।" (সদরুশ শরীয়া এর জীবনী, পৃষ্ঠা ৫)

মোবারক আকৃতি

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চেহারা মোবারক সুদর্শন এবং উজ্জল ছিলো, তামটে রং এবং প্রশস্ত কপালের পাশাপাশি চমৎকার চোখ ছিলো, তাঁর ভ্রু ঘন এবং দাড়ি মোবারকও খুবই ঘন ছিলো, শরীর মোবারক নাদুস নুদুস এবং সুঢোল ছিলো আর তাঁর উচ্চতা ছিলো মধ্যম। (সাওয়ানেহে সদরুশ শরীয়া, ১০ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়ার কৃতিত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শরীয়াতের ইমাম, তরিকতের চন্দ্র, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের সাড়া জীবন শরীয়াত ও তরিকতের খেদমত করে অতিবাহিত করেছেন। তিনি তাঁর পবিত্র জীবনে কাজের এমনি উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যে, আজও প্রচলিত জ্ঞান হতবাক হয়ে যায়। আসুন! তাঁর কিছু ইলমী কৃতিত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করি।

বাহারে শরীয়াত, হানাফী ফিকাহর ইন্সাইক্লোপিডিয়া

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমী কৃতিত্বের মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে **"বাহারে শরীয়াত"**এর রচনা, এই কিতাব উর্দূ ভাষায় আকিদা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন বিষয়াবলী পর্যন্ত সকল জরুরী মাসয়ালা নিজের মাঝে একিভূত করে এবং বিশেষ করে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কলম দ্বারা সতের (১৭) অংশে সম্বলিত, বর্ণিত আছে, ফিকাহে হানাফির প্রসিদ্ধ কিতাব ফতোয়ায়ে আলমগীরি অসংখ্য

www.dawateislami.net

ওলামায়ে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام হযরত সায়্যিদুনা শায়খ নিযামুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর তদারকিতে আরবী ভাষায় প্রনয়ণ করা হয়েছে, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান যে, সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই কাজই উর্দূ ভাষায় একা করে দেখিয়েছেন এবং জ্ঞানের ভান্ডার থেকে না শুধু মফতা বা আকওয়াল (অর্থাৎ সেই বাণী যার অনুসারে ফতোয়া দেয়া হয়) খুঁজে খুঁজে বাহারে শরীয়াতে অন্তর্ভূক্ত করেন, বরং অসংখ্য আয়াত এবং হাদীসে মোবারকাও বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তিনি নিজে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলেন: যদি আওরঙ্গজেব আলমগীর এই কিতাবটি (বাহারে শরীয়াত) দেখতেন তবে আমাকে সোনা দ্বারা ওজন করতো। (তাযকিরায়ে সদরুশ শরীয়া, ৪৫ পৃষ্ঠা) নিঃসন্দেহে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য এটি তাঁর অনেক বড় দয়া যে, তিনি অনেক বড় আরবী কিতাবে ছড়ানো ফিকহী মাসয়ালাকে তাঁর রচনায় এনে এক স্থানে জমা করে দেন, এতে অসংখ্য মাসয়ালা এমনও রয়েছে, যা শিখা প্রত্যেক ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের উপর ফরযে আইন। তাঁর এই রচনার কারণ আলোচনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: উর্দূ ভাষায় এই পর্যন্ত এমন কোন কিতাব রচনা হয়নি, যা সঠিক মাসয়ালা সম্বলিত এবং প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। (তাযকিরায়ে সদরুশ শরীয়া, ৪৫ পৃষ্ঠা)

এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই মহান কিতাব রচনা করেছেন। তিনি বলেন: এই কিতাবে চেষ্টা করা হয়েছে যে, রচনা যেন খুবই সহজ হয় যাতে বুঝতে কষ্ট না হয় এবং অল্প জ্ঞানী ও মহিলা আর বাচ্চারাও এর থেকে উপকারীতা অর্জন করতে পারে। (তাযকিরায়ে সদরুশ শরীয়া, ৪৬ পৃষ্ঠা) বাহারে শরীয়াতের একটি বিশেষত্ব এটাও যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **বাহারে শরীয়াতের** ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ অংশ অধ্যয়ন করে এর জন্য প্রশংসাপত্র রচনা করেন (অর্থাৎ কিতাব ও লেখকের প্রশংসায় নিজের মতামত প্রকাশ করেন)।

মুছান্নিফ ভি, মুকাররির ভি, ফকিহে আসরে খাস ভি,
ওহ আপনে আ'প মে থা এক ইদারা ইলম ও হিকমত কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বাহারে শরীয়াতের বিভিন্ন স্থানে ফরয জ্ঞানের পাশাপাশি কোরআনের আয়াতের আলো, হাদীসে মোবারাকার বাগান এবং প্রতিটি অংশে ছড়ানো অসংখ্য সুবাশিত শরীয়াতের মাসয়ালা নিজের সুবাস লুটিয়ে যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে এই কিতাব পাঠ করাতে শুধু কয়েকটি বিষয়ে শরয়ী পথনির্দেশনা অর্জিত হয় না বরং মন ও মননও আলোকিত হয়ে যায়, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বাহারে শরীয়াতের এই মহান জ্ঞানের ভান্ডারকে অত্যধিক উপকারী বানাতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের **"মাদানী ওলামায়ে কিরাম"** উৎস নির্ণীতকরণ ও সহজকরণ এবং কোথাও কোথাও পাদটিকা লিখারও চেষ্টা করেছে। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই সম্পূর্ণ কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত হয়ে জনসম্মূখেও এসে গেছে, সাধারণ এডিশন (Edition) তিন খন্ডে এবং রঙিন এডিশন (Edition) ছয় খন্ডে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন, এছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

আল্লাহ্ তাআলা "আইটি মজলিশ" সহ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সকল মজলিশকে সালামত রাখুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আইটি মজলিশের পক্ষ থেকে এখন তো আরো সুবিধা দেয়া হচ্ছে আর তা হলো যে, বাহারে শরীয়াতের ন্যায় উপকারী এবং প্রয়োজনীয় কিতাব এখন মোবাইল এ্যপলিকেশন আকারে এসে গেছে, যার মাধ্যমে শুধু নিজের প্রয়োজনীয় মাসয়ালা পাঠ করা যাবে বরং সম্মূখীন হওয়া মাসয়ালার সমাধান দ্রুত খুঁজে নেওয়াও যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিষন্নময় ওফাত

হযরত আল্লামা ক্বারী মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **বাহারে শরীয়াতের** রচয়িতা, সদরুশ শরীয়া মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে আমার মদীনাতুল আউলিয়া আহমদাবাদে (ভারত) হযরত সায়্যিদুনা শাহ আলম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়, তখন আসনের নীচে উপস্থিত হয়ে (প্রসিদ্ধ ছিলো যেমন সেখানে দোয়া কবুল হয়)

www.dawateislami.net

নিজ নিজ অন্তরের দোয়া করে যখন আমরা অবসর হলাম তখন নিজ পীর ও মুর্শিদ সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে আরয করলাম: হুযুর! আপনি কি দোয়া করেছেন? বললেন: প্রতি বছর হজ্ব নসীব হওয়ার, আমি মনে করেছিলাম তাঁর দোয়ার উদ্দেশ্য এরূপ হবে যে, যতদিন জীবিত থাকবো, হজ্বের সৌভাগ্য অর্জিত হয় কিন্তু এই দোয়া খুবই কবুল হয়েছিলো, সেই বছরই হজ্বের ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং মদীনার তরীতে আরোহন করার জন্য নিজের শহর মদীনাতুল ওলামা গোসী (জিলা আযম গড়, ভারত) থেকে মুম্বাই আগমন করেন, সেখানে তাঁর নিউমুনিয়া হয়ে যায় এবং জাহাজে (Ship) আরোহন করার পূর্বেই ১৩৬৭ হিজরী অনুযায়ী ৬ সেপ্টম্বর ১৯৪৮ ইংরেজী, যিলকাদের ২য় রজনীর ১২টা ২৬ মিনিটে তিনি ওফাত গ্রহণ করেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। **তাঁর উপর আল্লাহ্ তাআলার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।** اٰمِيـن

মদীনে কা মুসাফির হিন্দ সে পৌঁহছা মদীনে মে,
কদম রাখনে কি ভি নওইয়াত না আয়ি থি সফিনে মে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা মুখের নিরাপত্তা এবং গীবতের ধ্বংসলীলা, শাস্তি এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে শুনলাম। যেমন ✱ গীবতকারী জাহান্নামের বানর হবে। ✱ গীবতকারী সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ✱ গীবতকারীকে দোযখে স্বয়ং নিজের মাংস খেতে হবে। ✱ গীবতকারীকে কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠানো হবে। ✱ গীবতকারীকে তার পাজরের মাংস কেটে কেটে খাওয়ানো হবে। ✱ গীবতকারী তামার নখ দ্বারা নিজের চেহারা এবং বুককে বারবার ছিলতে থাকবে। ✱ গীবতকারী জাহান্নামের উত্তপ্ত পানি এবং আগুনের মধ্যখানে মৃত্যুর প্রত্যাশা করবে এবং এর থেকে জাহান্নামীরাও অতিষ্ট থাকবে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সবাইকে গীবত থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন কি সুন্নাত কা জু আয়েনা দার হে,
বস ওহী তু জাহাঁ মে সমজদার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চলাফেরা করার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে চলাফেরা করার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৭ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

❀ **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহংকার করে চলছিল এবং গর্ব করছিল। তাকে ভূ-পৃষ্ঠে দাবিয়ে দেয়া হলো। সে কিয়ামত পর্যন্ত দাবতেই থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, ১১৫৬পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৮) ❀ **মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো পথ চলতে চলতে কোন সাহাবীর হাত আপন হাত মুবারকে নিয়ে নিতেন। (আল মুজামুল কাবীর, ৭ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭১৩২)

www.dawateislami.net

❀ **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুকে চলতেন, মনে হত যেন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৮) ❀ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন, না এত দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না এত ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। ❀ রাস্তায় চলতে চলতে বিনা কারণে এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত করে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। ❀ চলতে ফিরতে বা সিঁড়িতে উঠতে নামতে এটা খেয়াল রাখবেন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। ❀ রাস্তায় দু'জন মহিলা দাঁড়ানো বা হাটতে থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না। কেননা, হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫২৭৩) ❀ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলতে চলতে কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে মারতে চলে, এটা একেবারে ভদ্রতার পরিপন্থি। এতে পা-গুলো আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এছাড়া পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল, আয়ে সুন্নাতকে ফূল,
দেনে লেনে চলে, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net